পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ১১ নম্বর ছিপারা

আল-ফিলিপিয়া

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ ছিপারা চিঠির আকারে লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছে (রা:)। অনুমান করা অয়, হজরত ইছা বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার বাদে ৩১-৩৩ বছরর মাজে ইখান লেখা অইছে। অউ সময় হজরত পাউলুছ রোম টাউনো বাদশা কৈছরর রাজ-বাড়ির জেল খানাত বন্দি আছলা।

অউ ছিপারা লেখার কয় বছর আগে তাইন ফিলিপি টাউনো আইছলা হজরত ইছার খুশ-খবরি তবলিগ করার লাগি, আইয়া তাইন জমাত কাইম করলা, ইতা অইলো ইউরোপ মহাদেশর হকল পয়লা জমাত (সাহাবি নামা ১৬ রুকু দেখউক্কা)।

ইমান আনার বাদে অউ ফিলিপি জমাতর মানুষ খুব গরিব আর জুলুম-মছিবতর মাজে রইলেও, তারা অইন্য মুমিন অকলরে আর হজরত পাউলুছরে টেকা-পয়সা দিয়া সাইয্য করায়, তাইন খুশি অইয়া এরারে ধইন্যবাদ জানাইছইন। তারার ইমানর ফল দেখিয়া তাইন পরামিশ দিরা, তারা যানু হামেশা আল্লাই খুশি-বাসিত রইয়া আল-মসীর লাখান ত্যাগি আর নিস্বার্থ জিন্দেগি কাটাইন।

এরমাজে আছে,

(ক) ছালাম, শুকরিয়া আর খুশি-বাসির কথা .....১:১-১১ আয়াত
(খ) হজরত পাউলুছর নিজর হালত ১:১২-২৬
(গ) হজরত ইছার ত্যাগর নমুনা ১:২৭–২:১৮
(ঘ) দুইজন উস্তাদরে পাঠানি ২:১৯-৩০
(ঙ) দাদির মুছলা বাদ দিয়া আল্লার রুহে এবাদত করো .....৩ রুকু
(চ) দান-খয়রাতর লাগি ধইন্যবাদ .....৪ রুকু

১ আমি পাউলুছ আর তিমথি অইলাম হজরত ইছা আল-মসীর গুলাম।
অউ ফিলিপি টাউনো বসত কররা, যে পাক বন্দা অকলে হজরত
ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনছইন এরারে, এরার উস্তাদ অকলরে
আর খাদিমদার অকলর গেছে লেখরাম।
২ আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীর
রহমত আর শান্তি তুমরার উপরে নাজিল অউক।

ফিলিপি জমাতর লাগি মুনাজাত

৩ তুমরার কথা যতবারউ আমার ইয়াদ অয়, অতবারউ আমি আমার
আল্লার শুকরিয়া আদায় করি। ৪ আমি যেবলা তুমরার লাগি দোয়া করি,
আমার মনো খুব খুশি লইয়া দোয়া করি। ৫ হজরত ইছা আল-মসীর
তবলিগ কামর লাগি তো তুমরা পয়লা থাকি অখন পর্যন্ত আমারে সাইয্য
কররায়। ৬ আমি একিন করি, যে আল্লায় তুমরার দিলর মাজে অউ নেক
কাম শুরু করছইন, আল-মসীয়ে দুছরা বার তশরিফ আনা পর্যন্ত, অউ
আল্লায় ই কাম পুরা করবা।
৭ তুমরা তো আমার মায়ার মানুষ, এরলাগি তুমরার বেয়াপারে আমার
মনর ভাব অলা অওয়া উচিত। আমি জেলো বন্দি হালতে বা খুশ-খবরির
হক কথা যেনোউ তবলিগ করি না কেনে, তুমরাও আমার লগর রহমতর
ভাগি। ৮ এক আল্লায় জানইন, আল-মসীর মহব্বতে আমি তুমরার লাগি
কত আশিক।
৯ আমি দোয়া করি, তুমরার মহব্বত যানু কামিল বিবেক আর আখলে
দিন দিন বাড়ে। ১০ যাতে তুমরা আখল কাটাইয়া ভালা ভালা বেয়াপার
অকল চিনবায়, আর আল-মসীয়ে দুছরা বার তশরিফ আনার আগ পর্যন্ত,
১১ তান বলে তুমরা নেক কাম-কাজ করিয়া খাটি পথে নিখুত অইয়া রইবায়।
তেউ আল্লা পাকর গৌরব আর তারিফ জাইর অইবো।

হজরত পাউলুছর নিজর হালত

১২ ও আমার ভাই অকল, আমি চাইরাম তুমরাও জানো, আমার উপরে
যেতা যেতা ঘটিছে, ইতার লাগি আসলে খুশ-খবরি তবলিগর কাম আরো

বাড়িগেছে। ১৩ এরলাগি অনর রাজ-বাড়ির সিপাই অকলে আর বাদ-বাকি
মানষেও জানিলিছইন, আমি তো খালি আল-মসীর লাগিউ জেল খাটিয়ার।
১৪ আর আমি জেলো হামানিয়ে আমরার বউত ভাইয়াইন্তে মালিকর উপরে
আরো বেশ করি ভরসা করা হিকছইন, তারা ডর-ভয় ফাউরিয়া আল্লার
কালাম তবলিগর লাগি আরো সাওসি অইছইন।

১৫ এরার মাজে কেউ কেউ ইংসা আর দলাদলির নিয়তে আল-মসীর
তবলিগ করের, অইলে কেউ কেউ ভালা নিয়তে করের। ১৬ এরার
দিলর মহব্বতেউ আল-মসীর তবলিগ করের। তারা জানইন, খুশ-
খবরির পক্ষে মাতার লাগিউ আমারে আটক করা অইছে। ১৭ অইলে
যেরা নিজর ফায়দা কামানির লাগি আল-মসীর তবলিগ করে, এরা
তো ভালা নিয়তে কাম করে না। তারা চায়, আমি জেলো বন্দি রই
আর আমার কষ্ট বাড়উক। ১৮ অইলে ইতায় কিতা আয় যায়? আসল
কথা অইলো, যেমনেউ অয় না কেনে, আল-মসীর নাম তো তবলিগ
অর। ইতা ধুকাবাজির নিয়তে অউক বা ছহি নিয়তেউ অউক। আর
অতা দেখিয়াউ আমি খুশি।

আমার ই খুশি কুনুদিন ফুড়াইতো নায়। ১৯ আমি তো জানি, আমার
উপরে যেতা ঘটিছে, ইতার হেশ ফল অইলো, আমি নিস্তার পাইমু।
তুমরার দোয়া আর ইছা আল-মসীর রুহর বলে ইতা অইবো। ২০ আমার
খুব মজবুত একিন আছে, আমি কুনুমন্তেউ শরম পাইতাম নায়। আমি
পুরাপুর সাওস করিয়া আগে যেলা আল-মসীর গৌরব জাইর করছি,
আমি মরি বা বাচি অখনও অলা জাইর অইবো। ২১ কারন আমার লাগি
জিন্দেগি অইলা আল-মসী আর মরন অইলো লাভ। ২২ অইলে আমি
যুদি বাচিয়া রই, তে আমার জিন্দেগিত খুব ভালা কাম করার সুযোগ
অইবো। এরলাগি আমি বুজরাম না, আমি কুন পথ লইতাম। ২৩ দুইও
পথেউ আমারে টানের। আমার ইচ্ছা অইলো, আমি মরিয়া হারি আল-
মসীর লগে রইতাম, অখানউ আমার লাগি ভালা। ২৪ অইলে তুমরার
লাগি আমার বাচিয়া রওয়া খান আরো জরুরি। ২৫ আর অউ মনোবলে
আমি ভালা করি জানি, আমি বাচমু আর তুমরার লগে রইমু, যাতে তুমরার
ইমান আরো মজবুত অইয়া তুমরার খুশি বাড়ে। ২৬ আমি তুমরার মাজে
হিরবার আইয়া হারলে, আমারে লইয়া তুমরা ইছা আল-মসীর নামে
খুব খুশি করবায়।

ইছা আল-মসীর তরিকার জিন্দেগি

২৭ আসল বেয়াপার অইলো, তুমরা যারযির জিন্দেগিরে অউ নমুনায় কাটাও, যে জিন্দেগি আল-মসীর খুশ-খবরির লাখ। তেউ আমি নিজে আইয়া দেখি বা দুরই থাকি হুনি, আমি বুজমু, তুমরা দিলে-জানে মিলিয়া মজবুত আছো। আর খুশ-খবরির মাজদি যে ইমান পয়দা অয়, অউ ইমানর লাগি হকলে মিলিয়া এক দিলে মেনত কররায়। ২৮ যেতায় তুমরার বিরুধিতা করইন, কুনু বেয়াপারেউ তুমরা ইতারে ডরাইও না। তেউ পরমান অইযিবো, তারা বিনাশর পথে যাইরাগি আর তুমরা রেহাই পাইরায়। ই রেহাই খালি আল্লার গেছ থাকিউ মিলে। ২৯ আল-মসীর উপরে ইমান আনছো ইটা যেলা রহমত, তান লাগি জুলুম-মছিবত সইয্য করার সুযোগ পাইছো ইটাও তুমরার লাগি রহমত। ৩০ তুমরা আগে আমারে যেলা কষ্ট করাত দেখছো আর অখনও যেতা কষ্টর কথা হুনরায়, তুমরাও তো অউ লাখান কষ্টর মাজে পড়িগেছো।

হজরত ইছার ত্যাগর নমুনা

২ আল-মসীর উপরে ইমান আনলে যেবলা ভরসা মিলে, তান মহব্বতে যেবলা শান্তি মিলে, তুমরার লগে যেবলা পাক রুহর ভালা সম্পর্ক আছে, আর তুমরার দিলো যেবলা মায়া-মমতা আছে, ২ তে তুমরা আমার ভিতরর খুশি খান পুরাইলাও। তুমরা হকল এক মনে চলো, দিলে-জানে এক অও, আর একে-অইন্যরে মহব্বত করো। ৩ নিজর লাভর আশা বা বেটাগিরি দেখানির লাগি কুন্তা করিও না, বরং নতো অইয়া নিজর চাইতে অইন্যরে বেশি দাম দেও। ৪ খালি নিজর স্বার্থর চিন্তা করিও না, পরর কথাও চিন্তা করিও। ৫ হজরত ইছা আল-মসীর মন যেলাখান আছিল, তুমরার মনও অলাখান বানাইলাও। ৬ তাইন আসলে আল্লাই ছুরতে রইলেও, আল্লাই সিংহাসন ধরিয়া রাখার লাগি লালছি আছলা না। ৭ বরং গুলাম বনিয়া মানুষ হিসাবে জনম লইয়া নিজরে হুরু বানাইলা। ৮ তাইন মানুষ ছুরতে রইয়া মউত পর্যন্ত, দুখ-কষ্টর সলিবর উপরর মউত পর্যন্ত বাইধ্য রইয়া নিজরে নতো করলা। ৯ এরলাগিউ আল্লায় তানরে আরশে-আজিমো

উঠাইলা আর অলা ইজ্জতি এক নাম দিলা, যে নাম হকল থাকি সেরা। ১০ যাতে অউ নামর গুনে আছমান-জমিন আর পাতালর তামাম জানদার ইছার ছামনে নতো অইন, ১১ আর গাইবি বাফ আল্লা পাকর গৌরবর লাগি স্বীকার করইন, ইছা আল-মসীউ মালিক।

মুমিন অকল নুরর লাখান

১২ ও আমার মায়ার ভাই অকল, তুমরা তো হামেশাউ আমার হুকুম মানিয়া আইরায়। তে আমি ছামনে থাকলে যেলা মানো, অখন আমার আফরখেও অলা তুমরার দিলর ডর-খফে নেক আমল করো। অউ আমলর মাজদি দেখাও, তুমরা গুনা থাকি নাজাত পাইলিছো। ১৩ বুজরায় নি, আল্লায় তুমরার দিলর মাজে অলা এক ভাব দান করছইন, ইতা আমল করলে তাইন খুশি অইন, অউ আমল করার নিয়ত আর তাক্কতও তাইন তুমরারে দিছইন।

১৪ তুমরা কুনুজাত তর্কা-তর্কি বা কাইজ্জা-ফসাদ না করিয়া হকল কাম করো। ১৫-১৬ যাতে ষোলআনা পরেজগার আর নিখুত বনো, আর ই জমানার খবিছ নাফরমান সমাজর মাজেও তুমরা আল্লার আওলাদ হিসাবে রও। অতা মানষর ছামনে আল্লার পাক কালাম তবলিগ করিয়া, অউ দুনিয়াতউ তুমরা আছমানর চান-সুরুজর লাখান চকচকা বনিযাও। তেউ আল-মসী যেবলা দুছরা বার তশরিফ আনবা, হউ দিন আমি বুক ফুলাইয়া কইতাম পারমু, আমার অউ মেনত আর আটনি-খাটনি বেকামায়া গেছে না। ১৭ হুনো, যে ইমানর কুরবানির মাজদি তুমরা আল্লার এবাদত কররায়, এর উপরে যুদি আমার নিজর লউও কুরবানি হিসাবে ঢালি দেওয়া অয়, তা-ও আমি খুশ আছি, তুমরারে লইয়া খুশি কররাম। ১৮ ঠিক তুমরাও অলা খুশি অও, আমার লগে খুশি করো।

দুইজন উস্তাদরে পাঠানি

১৯ আমি আশা করি, হজরত ইছার মর্জি অইলে আমি তিমথিরে খুব জলদি করি তুমরার গেছে পাঠাইমু, তেউ তুমরার হালত জানিয়া আমি শান্তি অইমু। ২০ তিমথির লাখান ইলা আর কেউ আমার গেছে নাই,

যেইন তুমরার লাগি চিন্তা করইন। ২১ বাকি হকলেউ ইছা আল-মসীর
বেয়াপারে চিন্তা না করিয়া, তারা যারযির ধান্দায় আছইন। ২২ অইলে
তিমথির বেয়াপার তো তুমরা জানো, পুতে যেলা নিজর বাফর লগে
কাম করে, তাইনও অলা আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগর লাগি আমার
লগে মেনত করছইন। ২৩ এরলাগিউ আমি আশা করিয়ার, আমার দশা
কিতা অইবো, অখান জানার বাদেউ আমি তানরে পাঠাইতাম। ২৪ অইলে
আমি মালিকর উপরে ভরসা করি কইয়ার, আমি নিজেও খুব জলদি করি
আইতাম পারমু।

২৫ আর আমি মনো করিয়ার, উছাইদরে তুমরার গেছে পাঠানি খান
খুব জরুর। আমার খেজমত করার লাগি তুমরা তানরে আমার গেছে
পাঠাইছলায়। আমরা একলগে তবলিগ করি, ইছা আল-মসীর লাগি জিহাদ
করি। এইন আমার ইমানদার ভাই। ২৬ তাইনও তুমরার লগে দেখা করতা
চাইরা, তুমরা তান বেমারর খবর হুনায়, তাইন পেরেশানিত পড়ি গেছইন,
এরলাগি আমি তানরে পাঠাইয়ার। ২৭ আসলে তাইন খুব বেমার আছলা,
বেমারে তান না-বাচার হালত অইগেছিল। অইলে আল্লায় তানরে রহম
করছইন। খালি তানরে নায়, তাইন বাচি যাওয়ায় আল্লায় আমারেও বউত
বড় রহম করছইন, যাতে আমি এক কষ্টর উপরে আর কুনু কষ্ট না পাই।

২৮ এরলাগি আমি খুব খিয়ালি অইয়া তানরে পাঠাইয়ার, যাতে তানরে
পাইয়া তুমরাও খুশি অও, আর আমার মনর চিন্তাও হরি যায়। ২৯ তে আল্লার
বন্দা হিসাবে পুরাপুর খুশি অইয়া তানরে কবুল করিও, আর এরার লাখান
মানষরে ইজ্জত করিও। ৩০ আল-মসীর তবলিগ করাত গিয়া তাইন মরার
পথি অইগেছলা। আমার ছামনে না থাকায় তুমরা যে কাম করতায় পারছো
না, অউ কামর লাগি তাইন নিজর জান দিতেও রাজি আছলা।

দাদির মুছলা বাদ দিয়া আল্লার রুহে এবাদত করো

৩ ও আমার ভাই অকল, হেশ-মেশ কইরাম, মালিকর নামে খুশি করো।
এক বেয়াপার লইয়া বারে বারে লেখতে আমার কুনু কষ্ট অর না,
তুমরারে বাচানির লাগিউ আমি ইতা কররাম। ২ হুনো, হউ কুকরর পাল থাকি,
মানি নাফরমান দলর দাদির মুছলা থাকি হুশিয়ার রইও। ইতায় তো তারার
শরিলর কাটা-চিরার উপরেউ ভরসা করে। ৩ আসলে আমরাউ অইলাম খাটি

মছলমানি করাইল মানুষ, আমরা তো ইছা আল-মসীর নামে গৌরব করি, আল্লার রুহর বলে তান এবাদত করি, শরিলি কুনু এবাদতর উপরে ভরসা করি না।

৪ আসলে কেউ যুদি মনো করে, নিজর শরিলি এবাদতর উপরে ভরসা করার যুক্তি আছে, তে হে বুজিলাউক, তার চাইতে আমার আরো বেশি যুক্তি আছে। আমিও ইতার উপরে ভরসা করতাম পারলাম অনে। ৫ জন্মর আট দিনর দিনউ আমার মছলমানি কাম করাইল অইছিল। আমি একজন খাটি ইবরানি, আমার জনম অইছে তো বনি ইসরাইলর বিন-ইয়ামিন গুষ্টিত। হজরত মুছা নবীর শরিয়তর বেয়াপারে আমি তো ফরিশি জমাতর। ৬ শরিয়ত মানার বেয়াপারে কুনু মানষে আমার খুত বার করতো পারছে না। ধর্মর বেয়াপারে আমি খুব কড়া, আল-মসীর জমাতর উপরেও আমি জুলুম করতাম।

৭ অইলে অউ আমল করায় আমার যতো ফায়দা অইছিল, অখন আল-মসীর লাগি আমি ইতারে খেতি মনো করি। ৮ আসলে আমি যার লাগি ই খেতি স্বীকার করিয়ার, এইনউ আমার মালিক ইছা আল-মসী। তানরে জানার মাজেউ হকল থাকি বড় ফায়দা, তান তুলনায় বাদ-বাকি হক্কলতারেউ আমি খেতি মনো করি। আমি যাতে আল-মসীরে পাই, আর আমারে যাতে আল-মসীর লগে এখানো মিলাইল দেখা যায়, অউ নিয়তেউ আমি ইতা হক্কলতারে ময়লার লাখান হরাইয়া ফালাইছি। ৯ তে শরিয়ত মানায় আমি যে পরেজগার বনিগেছি, ইখান নায়, আল-মসীর উপরে ইমান আনায়উ আল্লায় আমারে পরেজগার হিসাবে কবুল করছইন। ই পরেজগারি খালি আল্লা থাকিউ মিলে, ইটা তো ইমানর উপরে নির্ভর করে। আল-মসীর লগে মিলার বাদেউ আমার অউ হালত অইছে। ১০ তে আমি আল-মসীরে চিনতাম চাই, যে কুদরতি বলে তানরে মরা থাকি জিন্দা করা অইছিল, অউ বলরেও চিনতাম চাই। আমি তান দুখ-মছিবতর ভাগি অইতাম চাই, তাইন যেলা নিজর জান কুরবানি দিছলা, আমিও অউ মউতো শরিক অইতাম চাই। ১১ আর যেকুনু লাখান মরন থাকি জিন্দা অওয়াতও শরিক রই।

আখেরাতর পথে চলো

১২ তে আমি যেতা পাইতাম চাইরাম, ইতা যে অখনউ পাইলিছি, বা পুরাপুর কামিয়াব অইগেছি ইলা কুন্তা নায়। হজরত ইছা আল-মসীয়ে

যে নিয়তে আমারে বন্দি করছইন, অউ নিয়ত পুরা করার লাগিউ আমি দৌড়াইরাম। ১৩ ভাই অকল, আমি মনো কররাম না, আমি ইতার লাগাল পাইলিছি। অইলে খরর হকলতা ফালাইয়া আমি দিলে-জানে ছামনেদি দৌড়াইয়ার। ১৪ দৌড়াই দৌড়াই চেষ্টা করিয়ার, ইছা আল-মসীর জরিয়ায় আল্লা পাকর যে বেহেস্তি দাওত আছে, পুরুস্কার হিসাবে অউ দাওতো হামাইতাম পারি।

১৫ এরলাগি কইরাম, আমরা যারা হজরত ইছার পথে বউত আগুয়াই গেছি, আমরার নিয়তও অলাখান অওয়া জরুর। আর তুমরার যুদি অইন্য কুনু নিয়ত থাকে, তে আল্লায়উ পথ বাতাই দিবানে। ১৬ যাই অউক, আমরা যতখান আগুয়াইছি, অউ লাখান জিন্দেগিও কাটানি উচিত।

১৭ ভাই অকল, তুমরা কিলান জিন্দেগি কাটাইতায়, ইতা তো আমি হিকাইছি। তুমরা আমার লাখান চলো, আর অউ লাখান যারা চলে, তারারে দেখিয়া হিকো। ১৮ আমি তো বউত বার তুমরারে কইছি, আর চখুর পানি ফালাইয়া অখনও কইরাম, ইলাও বউত জন আছে, যেরা আল-মসীর দুখ-কষ্টর সলিবর দুশমনর লাখান চলের। ১৯ তারার কপালো আছে বিনাশ। তারার পেটউ তারার আল্লা। নাফরমানি কাম লইয়া তারা বড়াই করে, খালি দুনিয়ার ধান্দায় পাগল। ২০ অইলে আমরার আসল বাড়ি তো বেহেস্তো। আমরার তরাওরা মালিক, হজরত ইছা আল-মসীয়ে হন থাকি তশরিফ আনবা। আমরা তান লাগি দিলে-জানে বার চাইরাম। ২১ তাইন আইয়া আমরার অউ কমজুর কায়া বদলাইয়া, তান কায়ার লাখান খেমতাআলা নুরর কায়া দিবা। যে কুদরতি বলে তাইন হক্কলতা করতা পারইন, হউ বলেউ তাইন ইতা করবা।

৪ ও আমার মায়ার ভাই অকল, আমি তুমরারে দেখতাম চাই। তুমরাউ আমার খুশি, আমার জয়র মালা। আমরার মালিকর লগে তুমরা মজবুত অইয়া লাগিয়া রও।

হজরত পাউলুছর পরামিশ

২ ও আমার বইন ছালিমা আর ছাইদা, আমি মিনত করি কইরাম, এক মালিকর খেজমতো লাগাইল আছো করি, তুমরা মিলি-মিশি এক মনে চলো। ৩ ও আমার লগর আসল সংগি, আমি তুমারেও মিনত কররাম, তুমি

অউ বেটিন্তরে সাইয্য করিও। আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগ কামো এরা আমার লগে বউত কষ্ট করছইন। কিলিমান আর অইন্যান্য ভাইয়াইন্তর লগেও কষ্ট করছইন। তারার নাম তো আল্লার জিন্দেগি খাতাত লেখা আছে।

৪ মালিক ইছার নামে তুমরা হামেশা খুশি-বাসি করো। আমি হিরবার কইরাম, খুশি-বাসি করো। ৫ তুমরার নরম বেবহার যানু হকল মানষর চখুত পড়ে। জানো তো, আমরার মালিক খুব জলদিউ আইরা। ৬ কুনু বেয়াপারেউ তুমরা পেরেশান অইও না, বরং মুনাজাত করো। তুমরার যততা চাইবার আছে, আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া তান গেছে চাও। ৭ তেউ আল্লার দেওয়া যে শান্তির কথা মানষে চিন্তাও করতো পারে না, ইছা আল-মসীর মাজদি অউ শান্তি আইয়া তুমরার দিল আর মনরে রইক্ষা করবো।

৮ ও ভাই অকল, আমি হেশ-মেশ কইরাম, যেতা হাছা, যেতা উপযুক্ত, হক, খাটি, সুন্দর, আর ইজ্জত পাওয়ার জুকা, মানি যেতা ভালা আর যেতায় তারিফ অয়, অউ লাখান বেয়াপারে তুমরা খিয়ালি অও। ৯ তুমরা আমার গেছ থাকি যে তালিম পাইছো, যেতা হুনছো, যেতা দেখছো, আর যেতা কবুল করছো অতা অখন আমল করো। তেউ শান্তি দেওরা আল্লাও তুমরার লগে লগে রইবা।

দান-খয়রাতর লাগি ধইন্যবাদ

১০ মালিকে আমার খুশি আরো বাড়াই দিলা, বউত দিন বাদে তুমরা আমারে মনো কররায়। আমার লাগি তো হামেশাউ তুমরা চিন্তা করছো, অইলে ইতা দেখানির সুযোগ পাইছো না। ১১ কুনু অভাবো পড়িয়া আমি ইখান কইরাম না, যে কুনু হালতেউ সন্তুষ্ট রওয়া খান আমি জানি। ১২ অভাবি বা নবাবি হালতে, উপাসি পেটে বা ভরা পেটে, ধনি বা গরিবির মাজে কিলা সন্তুষ্ট রওয়া যায়, ইতা তালিম আমি পাইছি। ১৩ আসলে যেইন আমারে বল-শক্তি যুগাইয়া দেইন, তান বলেউ আমি হক্কলতা করতাম পারি। ১৪ তা-ও তুমরা আমার কষ্টর লগে শরিক অইয়া, খুব ভালা কাম করছো।

১৫ ও ফিলিপি জমাতর মুমিন অকল, তুমরা তো জানো, তুমরা পয়লা খুশ-খবরি পাওয়ার বাদে আমি যেবলা মাকিদনিয়া দেশ থাকি গেছলামগি, অউ সময় তুমরা ছাড়া আর কুনু জমাতেউ আমার লগে কুনুজাত লেন-দেন করছে না। ১৬ আমি যেবলা থিষলনিকি টাউনো আছলাম, অউ সময় আমার

অভাবর কালো তুমরা কয়বার সাইয্য পাঠাইছো। ১৭ আমি তুমরার গেছ থাকি কুনু দান-দক্ষিনা চাইরাম না, অইলে তুমরার লাগি অলা এক ফল আশা কররাম, যেতা তুমরার আমল-নমাত জমা রইবো।

১৮ আমার হকল পাওনাউ আমি পাইলিছি। আসলে আমার যতখান জরুর, এর চাইতেও বেশি আছে। উছাইদ ভাইর আত থাকি তুমরার উপহার পাইয়া অখন আমার বউত অইছে। অউ উপহার তো আল্লাই খুশবয় আলা, আল্লার দরবারো কবুল অওয়ার জুকা কুরবানি। আল্লা পাক ইতায় খুশি অইন। ১৯ আমার আল্লায় তান নিজর গৌরবর ধন হিসাবে, হজরত ইছা আল-মসীর উছিলায় তুমরার হকল অভাব দুর করবা। ২০ যুগে যুগে হর-হামেশা আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকর তারিফ জারি রউক। আমিন।

আখেরি মুনাজাত আর ছালাম

২১ হজরত ইছা আল-মসীর তরিকার আল্লার হকল বন্দারে আমার ছালাম দিও। আমার লগর হকল ভাইয়াইন্তে তুমরারে ছালাম জানাইরা। ২২ আল্লার যতো পাক বন্দা ই জাগাত আছইন, খাছ করি বাদশা কৈছরর বাড়ির মুমিন অকলে ছালাম জানাইরা।

২৩ হজরত ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার দিলো থাকউক। আমিন॥